‘সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে অসাধারণ কিছু করতে পারে’

ড. রেজা কিবরিয়া

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম নাবিল**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার বাবার নির্মম হত্যাকান্ডের পর আপনারা একটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে আর কি কি কর্মসূচি নিচ্ছেন?

ড. রেজা কিবরিয়া : আমাদের পরিবারটা খুব ছোট। আমি কিছু আর্টিকেল লিখছি, মা প্রুপিং করছেন, আমার স্ত্রী সেটা অনুবাদ করছেন, এটাই আমাদের সেক্রেটারিয়েট। বন্ধু-বান্ধবরা আছেন, আমার এনজিও সহকর্মীরা আছেন। এই ছোট পরিবারের পক্ষ থেকে বিরাট কোনো সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা নেই। আমরা সম্পূর্ণ ভরসা করছি সাধারণ মানুষের ওপর। পরবর্তী কর্মসূচি আমার মা নির্ধারণ করবেন। তবে একটা কথা বলতে পারি। আমাদের প্রত্যেকটি কর্মসূচি হবে শান্তিপূর্ণ। এরকম অবস্থায় বাবা বেঁচে থাকলে কি করতেন? সেটা আমরা করার চেষ্টা করি। আমার বাবা ছিলেন গণতান্ত্রিক। যেখানে গণমানুষের অংশগ্রহণ আছে। সাধারণ মানুষ এ রকম ঘটনায় অসহায়বোধ করে কিন্তু মনে করে তারা কিছুই করতে পারবে না। আমার মা কর্মসূচি দিয়ে প্রমাণ করবেন, সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে অসাধারণ কিছু করতে পারে।

‘রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর’ কর্মসূচি বিশাল সাড়া পাচ্ছি। সারা দেশ থেকে এবং প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটি থেকে। এই স্বাক্ষর অভিযান ২৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে। এর মধ্যে লালকালিতে লেখা সব স্বাক্ষর আমাদের কাছে পৌঁছাবে। এরপর আমরা মানিক মিয়া এভিনিউতে একটা প্রদর্শনী করবো। সরকার যদি অনুমতি দেয়।

২০০০ : আপনার বাবা একজন সুশীল মানুষ ছিলেন। দেশের জন্য, মানুষের জন্য এবং আওয়ামী লীগের জন্য তার অনেক অবদান আছে। আওয়ামী লীগ আপনাদের কিভাবে সহায়তা করছে?

রেজা কিবরিয়া : আমার বাবা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ছিলেন, আওয়ামী লীগে তার ভূমিকা অনেক। আওয়ামী লীগ আমাদের সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করছে। অন্য দলগুলোও করছে। আমাদের কর্মসূচি মা নির্ধারণ করেন এবং আমরা তিনজন মিলে বাস্তবায়ন করি। কোনো পার্টির সঙ্গে যেতে চাচ্ছি না। এটা আমাদের পারিবারিক দাবি। আমরা চাচ্ছি সুষ্ঠু তদন্ত। এ রকম হত্যাকান্ড আর যাতে না হয় আমরা সেটাও চাচ্ছি। সাধারণ মানুষ এ রকম ঘটনা রাজনীতি থেকে আশা করে না।

২০০০ : রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর ছাড়া আপনারা আর কি কি কর্মসূচি নিচ্ছেন।

রেজা কিবরিয়া : অনেক ধরনের কর্মসূচি আছে। একসঙ্গে অনেক কিছু করবো তারপর চুপ হয়ে যাব, আমরা তা চাচ্ছি না। আমরা দীর্ঘদিন এটা চালিয়ে যাব। আমার মার আদর্শ অবশ্যই সৃষ্টিশীল। তিনি সাধারণ মানুষকে সাহসী করতে পারবেন বলে আমার মনে হয়।

২০০০ : আপনি তো আপনার বাবার মৃত্যুর পর দেশে এসেছেন। আন্দোলন চালিয়ে নিতে হলে তো আপনাকে দেশে থাকতে হবে। আন্দোলন এবং আপনার কাজ। কিভাবে দু'দিক সামাল দেবেন?

রেজা কিবরিয়া : আমি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। মূলত গবেষণার কাজ করি। কোন শহরে আছি এটা ওদের কাছে কোনো ব্যাপার না। আমি গবেষণার কাজটা করতে পারলেই হলো। এখানে থেকেই আমি আমার কাজটা করে নেব।

২০০০ : আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে আছেন এবং কোন বিষয়ে গবেষণা করছেন, এটা একটু বলবেন?

রেজা কিবরিয়া : আমি অক্সফোর্ড থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট করেছি। আইএমএফ-এ ১০ বছর ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতিবিদ হিসেবে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরো অনেক জায়গায় পড়াই, কনসালটেন্সি করি। পাপুয়া নিউগিনির অর্থ মন্ত্রণালয়ে আমি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলাম। ম্যাক্রো ইকনোমিক পলিসি এবং ইকনোমিক গভর্নেন্সির ওপর রিসার্চ করি। বাজেট রিফর্ম এবং বাজেট প্রসেসিং ডিজাইন এই দুটো কাজ এখন আমি করছি। একটু দেরি হবে। আমাকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা যেতে হয়। আমি আসা-যাওয়ার ওপর থাকবো। তবে, আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আমাদের দাবি খুব সাধারণ। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চাই। কেউ না থাকলেও আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

২০০০ : আপনার বাবার মৃত্যুতে শূন্য হওয়া আসনে খুব শীঘ্রই হয়তো নির্বাচন হবে। আওয়ামী লীগ চাইলে আপনি বা আপনার মা নির্বাচন করবেন?

রেজা কিবরিয়া : তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে। আমাদের চিন্তা-ভাবনা অনেকটা প্রকাশ হয়ে গেছে। তবে এটা বলতে চাই, বিভিন্ন মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের আচরণ দেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো উৎসাহবোধ করি না তাদের পাশে বসার। বিশেষ করে চারজনের নাম বলবো যারা বাবার হত্যাকান্ডের পর রহস্যজনক মন্তব্য করেছে। সাইফুর রহমান, মতিউর রহমান নিজামী, মান্নান ভূঁইয়া, খন্দকার মোশাররফ হোসেন- এদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে আমি এদের পাশে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করি না। দেশকে অনেকভাবে সেবা করা যায়। রাজনীতি করে, এনজিও করে, ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে এবং সাংবাদিকতা করেও দেশ সেবা করা যায়। আমি একজন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এবং মৃদুভাষণ পত্রিকার সম্পাদক। এটা নিশ্চয়ই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য নয়। রাজনীতি করলে বিরাট পজিশনে থাকা যায়, অনেক ক্ষমতা হয়। কিন্তু কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা সবাই একটু ভেবে দেখবেন।

২০০০ : রাজনীতি না করলে তো আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না। জনগণ যা চায় নেতারাই তো তা ইমপ্লিমেন্ট করে।

রেজা কিবরিয়া : নেতারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন না। তারা হয়তো ডিরেকশন দেন। ইমপ্লিমেন্টেশন করবে দক্ষ ইনভেস্টিগেটিং টিম, যেটা আমাদের বাংলাদেশের আছে। সেখানে যদি পলিটিক্যাল ডিরেকশন থেকে সমস্যা হয় তাহলে তারা কাজ করতে পারেন না। যদি তারা দক্ষ, বুদ্ধিমান এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও হয়। বিচার ব্যবস্থা কাজ করতে পারে না। আমাদের বিচারপতিদের মধ্যে অনেক দায়িত্বশীল আছে যাদের ওপর ভরসা করা যায়। রাজনীতিবিদদের ওপর দোষও দিবেন না, তাদেরকে কোনো দায়িত্বও দিবেন না। সমাজে অনেক শ্রেণীর লোক আছে। যাদের ভূমিকা অনেক। সাংবাদিকরা যদি সাহসী না হয়, তাদের মধ্যে মেধা-বুদ্ধির ঘাটতি থাকে তাহলে এ দেশের অবস্থা খুব খারাপ হবে।

২০০০ : আপনার পিতার হত্যাকান্ডে আপনারা কি কাউকে সন্দেহ করছেন?

রেজা কিবরিয়া : আমরা জানিনা এটা কারা করেছে। এটা অনেক লোক হতে পারে। তার লেখালেখি থেকে আপনারা ধারণা করে নিতে পারেন, এটা পাবলিক কলেজে আছে। আপনি তার শেষ ১০টা লেখা পড়লে অনেক কিছু বুঝবেন। তিনি '৭১-এর চেতনায় লিখতেন যেটা আমাদের দেশে অনেকের কাছে আপত্তিজনক। ব্যক্তিগত শত্রুতা তার থাকার কথা না। সংসদে অনেকে তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে কিন্তু তিনি কোনো রিঅ্যাক্ট করেননি। এক সাংসদ একবার বাবাকে অশিক্ষিত বলেছেন কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। আমি ভাবলাম, সব কিছুই তুলনামূলক। আইনস্টাইনের পাশে একজন পদার্থবিদকে কিছুই মনে হবে না যত বড়ই হন না কেন। আমার বাবাকে যে অশিক্ষিত বলেছে সে নিশ্চয়ই অনেক উঁচু পর্যায়ের লোক, আমার বাবা কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণে যেতেন না। তিনি পলিসিকে আক্রমণ করতেন এবং শক্তিশালীভাবে।

২০০০ : আপনি যে চারজনের কথা বললেন, তাদের মধ্যে কার বা কোন কথাটি আপনার কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে?

রেজা কিবরিয়া : আপত্তিকর তো আমি বলিনি, আপনি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি সত্য জানতে চাই। সাইফুর রহমান সাহেব যেমন বলেছেন, এটা ব্যক্তিগত। তাহলে নিশ্চয়ই তার কাছে ইনফরমেশন আছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। আমার তো মনে হয় না আমার কথায় ঐ চারজনের কেউ আপত্তি করতে পারে।

২০০০ : তাহলে তো আর একজনের নাম যুক্ত হতে পারে। শেখ হাসিনা বলেছেন এটা বিএনপি করেছে। উনি কি জানেন এটা বিএনপি করেছে?

রেজা কিবরিয়া : হ্যাঁ, তার কাছেও কোনো ইনফরমেশন থাকতে পারে। কিন্তু একটি ইনভেস্টিগেটিং দলের পক্ষে সরকারের একজন উচ্চপদস্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা আর বিরোধী দলীয় নেত্রীকে জিজ্ঞাসা করা সমান নয়। সরকারের একজন পাওয়ারফুল মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এজন্য অনেক সাহসের প্রয়োজন। তারা যতোই কাজের প্রতি সিরিয়াস হোক না কেন, তারা তো চাকরি করে। বিরোধী দলের একজনকে তারা খুব সহজেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। আমাদের করেছে, আমরা তো ঘটনাস্থলে ছিলাম না। এটা তো অন্যায় না। কিন্তু ঐ চারজনকে অবশ্যই ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। তারা ক্ষমতায় আছে নিশ্চয়ই তাদের ইনফরমেশন সিস্টেম খুবই ভালো। তাই তাদেরকে একটা সিরিয়াস জিজ্ঞাসাবাদ করা খুবই জরুরি।

২০০০ : ব্যক্তি ড. রেজা কিবরিয়ার ওপর কি ধরনের প্রভাব আছে তার বাবার?

রেজা কিবরিয়া : এটা এই স্বল্প সময়ে বলা সম্ভব নয়। এটা খুব কঠিন। আমি বাবার একমাত্র ছেলে। আমার বোন এবং আমার সঙ্গে বাবার যে ধারাবাহিক ইন্টারেকশন তা বোঝানো যাবে না। ৪৭ বছর ধরে বাবাকে চিনি, আমার মায়ের পর আমরা বাবাকে খুব ভালো করে জানি। সবক্ষেত্রে বাবার যে জ্ঞান তা আমাকে খুব বিস্মিত করতো। সববিষয়ে তার জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রশস্ততা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। আমি তার ছেলে হয়ে অনেক কিছু জেনেও অনেক সময় আশ্চর্য হতাম। যেমন আমরা যখন আর্টস নিয়ে কথা বলতাম তখনো তার জানাশোনা আমাদের চমৎকৃত করতো। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে তো তার সঙ্গে কথাই বলতাম না। কারণ, আমার থেকে কমপক্ষে পাঁচশ' গুণ বেশি জানতো বাবা। অর্থনীতিতে যেমন এক্সচেঞ্জ রেট ডাইনামিক্স, এক্সচেঞ্জ রেট মুভমেন্ট এ বিষয়ে আমি অনেক পড়াশোনা করেছি। কয়েকটি আর্টিকেল বাবাকে দিয়েছিলাম পড়তে। পরে দেখি, এ বিষয়ে আমার চেয়ে তার দখল অনেক বেশি। আমি খুব শকড্ হতাম। এটা আমার বিষয়, এটা নিয়ে আমি গবেষণা করি। কিন্তু তার সঙ্গে পারতাম না। যেকোনো বিষয়ে তিনি খুব সহজেই দখল নিতে পারেন। আমি এগুলো নিয়ে লেখালেখি করবো। এটা স্বল্প সময়ে বোঝানো খুব কঠিন।

শ্রুতিলিখন : **মহিউদ্দিন নিলয়**

'পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দিয়ে বিএনপি সংঘাতে যাবে না। তবে আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকায়ও থাকতে পারি না'

সাদেক হোসেন খোকা

সভাপতি, ঢাকা মহানগর বিএনপি

সাপ্তাহিক ২০০০ : আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আন্দোলনে আছে। এতদিন বিএনপি নমনীয় থাকলেও সম্প্রতি হরতাল ঠেকানোর জন্য মাঠে নেমেছে? আপনিই বিএনপির রাজপথের আন্দোলনে নেতৃত্ব॥ `‡"Qb?

সাদেক হোসেন খোকা : এখন পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যে ব্যবসায়ী, সমাজের সচেতন ও সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাইরে চলে গেছে। সাপ্তাহে দুই-তিনদিন হরতাল হওয়ায় মানুষের সব রকম কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে এখানে আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারি না। মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা কিছু কর্মসূচি দিয়েছি কিন্তু এটা তাদের হরতাল মোকাবেলা করার কোনো কর্মসূচি নয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে আমাদের অবস্থান এটা প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেজন্য আমরা তাদের হরতালের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি কখনো দেই নাই। গত ১৪ তারিখে যেটা ছিল সেটা আমাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি। কিন্তু দেখা গেল তারাই পরে আমাদের কর্মসূচির দিনে হরতাল দিল। বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল, এ জন্য আমরা তো জনগণের বাইরে থাকতে পারি না। এখন আমাদের-কর্মসূচি থাকছে সেটা কিন্তু কোনো সংঘাতের বা সংঘর্ষের কর্মসূচি নয়। ইদানীং বিভিন্ন মিডিয়ায় সচিত্র প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, হরতালের দিন কেউ যদি নিজের গাড়ি নিয়ে বের হয়, গাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। তাদের ওপর হামলা হচ্ছে। এসব থামানোর জন্য জনগণের পাশে থাকা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু এসব দায়িত্ব থেকে কিছু কিছু কর্মসূচি না দিলেই নয়। কারণ মানুষ যাতে মনে না করে আওয়ামী লীগ অরাজকতা চালাচ্ছে, বিএনপি একেবারে নীরব দর্শক হয়ে গেছে। আমরা যে জনগণের পাশে আছি এবং এর বাইরে আমরা নই এটাই জানান দেয়া।

২০০০ : আপনি বলছেন বিরোধী দল জ্বালাও-পোড়াও করছে বা করাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে আপনারা বিরোধী দলে থাকাকালীন জ্বালাও-পোড়াও করেছেন। বিএনপির রাজপথের আন্দোলনে নেতৃত্ব আপনিই দিয়েছিলেন। আপনার কর্মীরাই এসব করেছিল?

সা. হো. খোকা : হরতাল করার জন্য যে বিষয় থাকে, এটা তো কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সহনীয় পর্যায়ে ছিল। কিন্তু এখন যেগুলো হচ্ছে। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন পবিত্র সংসদে এবং বিভিন্ন জনসভায় দাঁড়িয়ে জাতির উদ্দেশে একটি ওয়াদা দিলেন- তিনি বিরোধী দলে গেলেও আর হরতাল করবেন না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তিনি সেখান থেকে সরে আসলেন। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের এই কর্মসূচি বলে মন হচ্ছে। তারা কারণে-অকারণে সরকার পতনের

ঘোষণা দেন। এ থেকে বোঝা যায় হরতালে তাদের কোনো মেরিড নাই সরকারের বিরুদ্ধে। ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সভায় ব্যাপক প্রাণহানী ঘটলো গ্রেনেড হামলায়। এবং কিবরিয়া সাহেব যে মারা গেলেন, কোনো ঘটনাই তো বিএনপি সমর্থন করে নাই। আসল ঘটনা বের করে আনার জন্য যা করণীয় তা সরকারের কাছ থেকে করা হচ্ছে। এই বোমা হামলা তো আওয়ামী লীগ আমল থেকে শুরু হয়। কোনোটাই উদঘাটন হয় নাই। এটাকে আমি আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছি না। আমি মনে করি এটা একটা জাতিগত ব্যর্থতা। যে ভাবে বোমা হামলা হচ্ছে, এর ভার জাতি বহন করতে পারে না। এটা বন্ধ করার জন্য জাতীয় ঐকমত্য দরকার। বিএনপির, চারদলীয় একটি সংকীর্ণতা থাকতে পারে। সামনাসামনি আলোচনা হলে কারা করছে এই বিষয়টা বের করে আনা যেত। দেশের প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে, গণতন্ত্রের প্রয়োজনে এটা অবশ্যই করা প্রয়োজন ছিল। আওয়ামী লীগ তদন্তে সহায়তা না করে তারা সরকারের পদত্যাগ, সরকারকে চলে যেতে হবে- এসব নিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। আমি মনে করি আমাদের দেশ অস্থিরতার ভার বহন করতে পারছে না। সমাজের সকল স্তরের মানুষ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই আমাদের কর্মসূচি আমরা নির্ধারণ করতে যাচ্ছি।

২০০০ : আপনার কি মনে হয় যারা এই বোমা হামলা করছে তাদেরকে আমরা ১৪ কোটি মানুষ মিলে ধরতে পারছি না? না কি সরকার ধরতে চাচ্ছে না? বোমাবাজরা সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী?

সা. হো. খোকা : বোমা ফাটলেই আমরা পরস্পরকে দায়ী করি। এতে আসল বোমাবাজরা আড়ালে থেকে যায়। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাম দল এবং জামায়াতসহ যারা প্রকাশ্যে রাজনীতি করছে বা গণতান্ত্রিক চর্চায় আছে কেউ এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাহলে কে করছে এটা একটি আলাপ আলোচনার বিষয়। আমাদের সময় বা আওয়ামী লীগের সময় হরতাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এখানে-সেখানে কয়েকটা পটকা ফুটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। যেগুলোর একটি মাত্রা আছে। যেসব বোমা বা গ্রেনেড নিক্ষেপ হলো, সেগুলো কোন সমরাস্ত্র কারখানায় নির্মিত জিনিস যা সাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাহলে এগুলো কে মারছে। এগুলো সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক লিংক দরকার এবং এটি মারার জন্য বিশেষ ট্রেনিংয়ের দরকার। মোটিভেশন দরকার। এ কারণে যেহেতু টাকা দিয়ে কেউ এই কাজ করাতে চাইবে না। এটার জন্য একটি পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট দরকার। আমাদের এই ছোট দরিদ্র জনবহুল বাংলাদেশে সমস্যার কোনো শেষ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানুষ যদি আট ঘন্টা কাজ করে, আমাদের ১২ ঘন্টা করা উচিত। আমাদের যে ফ্যামিলি সাইজ। সেখানে আমরা সাপ্তাহে ৩ দিন কাজ করি না। তরুণ সমাজকে রাজনৈতিক কারণে বোমাবাজিতে লাগিয়ে দিলাম। জ্বালাও-পোড়াওতে লাগিয়ে দিলাম বা আমরা একটা মোকাবেলার মধ্যে লাগিয়ে দিলাম। সমস্ত কাজটাই হচ্ছে অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় কাজটা করছি না। এটার জন্য আমাদের সচেতনতা দরকার। আওয়ামী লীগ কি করছে! দিন দিন তারিখ ঘোষণা করে সরকারের পতন চাইল এবং এই ঘটনায় আবার সরকারের পতন চায়। ঘটনার তদন্ত তাদের লক্ষ্য নয়, সরকার পতন তাদের লক্ষ্য। তবে নিশ্চয়ই সরকার মনে করতে পারে এই ঘটনা ঘটানো হচ্ছে সরকারের পতন চাওয়ার জন্য।

২০০০ : সরকারের মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তাকে প্রমাণ করতে হবে কে বোমাবাজ।

সা. হো. খোকা : আমি বলতে চেয়েছি, আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড দেখে এমন ভাবার সুযোগ তৈরি হয়।

২০০০ : একটি সম্ভাবনার কথা বলা হয় যে এ ঘটনার পেছনে আমাদের মুরুব্বি রাষ্ট্রগুলোর হাত আছে। যার কারণে সরকার এটা বলতে পারে না বা ধরতে পারে না বা ধরতে চায় না।

সা. হো. খোকা : আমি এ প্রসঙ্গে হ্যাঁ না কিছু বলতে চাই না। তবে আমি বলতে পারি, এটা কোনো সমরাস্ত্র কোনো জিনিস ব্যবহার হচ্ছে। যেখানে সমরস্ত্রে কারখানাগুলো কোনো না কোনো সরকারই নিয়ন্ত্রণ করছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। সারা পৃথিবীর অস্থিরতাটা কি? কি কি সম্ভানাময় এটা আসতে পারে এই বিষয়গুলো ডিবেটে নয় আলাপ আলোচনা করে এটা বের করা দরকার।

২০০০ : রাজপথে সংঘাত-সংঘর্ষ বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় আপনারাও করেছেন এরাও করছে। দেশের মানুষ বিরক্ত।

সা. হো. খোকা : তা ঠিক, আমি মনে করি একটি দেশের পেশাজীবী শ্রেণীর অভিভাবক ধরনের লোক থাকতে হয়। দলমতের উর্ধ্বে যাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকে। যারা ডাকলে সবাই যেতে পারে। কিন্তু পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী সবাই দলের লোক কেউ আমাদের, কেউ ওনাদের। এখান থেকে বের হওয়া কঠিন আমি জানি। আমি নিজেও কনফিউস্ট হয়ে যাই এর সমাধানের পথটা কি!

২০০০ : পত্রিকায় যে ছবি ছাপা হয়েছে তাতে এরকম কিছু চিত্র আছে।

সা. হো. খোকা : আমাদের দলীয় কোনো অবস্থানগত দিক থেকে নয়, আমি যেটুকু শুনেছি বিভিন্ন টারমিনালে পরিবহন শ্রমিকদের লোক বিভিন্ন জায়গায় তাদের বাস যারা ভাঙচুর, আগুন দিয়ে দেয়, যখন তাদের গাড়ি আক্রান্ত হয় তারা সেখানে মোকাবেলা করে।

সাক্ষাৎকার : **বদরুল আলম নাবিল**
শ্রুতিলিখন : **সাইফুল ইসলাম**

‘বই লিখতে হলে অনুমতি নিতে হবে এটা প্রথম শুনলাম’

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জব্বার হোসেন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার যে দুটো বই গোয়েন্দারা নিয়ে গেল তার বিষয়বস্তু কী?

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ : আজকে জামায়াত-শিবির মৌলবাদী চক্র কিভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং তাদের জঙ্গি তৎপরতা, কার্যক্রম সম্পর্কেই আমি লিখেছি। ’৭৫-এর পর এই চক্রটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। জিয়াউর রহমান সাহেবের সময় তারা প্রকাশ্যে স্লোগান দেয় ‘তোয়াব ভাই, তোয়াব ভাই, চাঁদতারা মার্কা পতাকা চাই’। তখন থেকেই তাদের উত্থান। জিয়াউর রহমান তাদের নানাভাবে পুনর্বাসিত করেন। মৌলবাদীরা যে কত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে তা বিএনপি ভাবতেও পারছে না। এক হিসাবে দেখা গেছে, বছরে ১২০০ কোটি টাকা তাদের ইনকাম। আলাদা ফোর্স তৈরির জন্য তারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে। সারা দেশে তাদের ৫০টিরও বেশি জঙ্গি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। জামায়াত-শিবিরের উত্থান, জঙ্গি তৎপরতা- এসব কথাই বলেছি আমি আমার বইটিতে।

২০০০ : যে প্রশিক্ষণ শিবিরের কথা বলছেন, সেগুলো কোথায় কোথায়?

আবু সাইয়িদ : দেশের বিভিন্ন স্থানে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায় তাদের এই জঙ্গি কার্যক্রম বিস্তৃত। আমি 'অঘোষিত যুদ্ধের ব্লু প্রিন্ট' বইটিতে চিম্বুক পাহাড়, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, চট্টগ্রাম, দিনাজপুরসহ দেশের নানা জায়গায় জঙ্গি ক্যাম্পগুলোর কথা বলেছি।

চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে যে অস্ত্র এসেছিল তা কোথা থেকে, কত টাকায়, কি পরিমাণ- এসব আমি পেয়েছি একটি আমেরিকান জার্নালে। কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসেও বলা হয়েছে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তির কথা। প্রধানমন্ত্রী নিজে বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে তামাশায় পরিণত হয়েছেন। এ শক্তির ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। খেয়াল করে দেখুন, র‍্যাব এতো ক্রসফায়ার করে অথচ জামায়াত-শিবির র‍্যাবের হাতে ধরা পড়ে মারা যায় না।

২০০০ : আপনি 'অঘোষিত যুদ্ধ' বলতে কোন যুদ্ধের কথা বলেছেন? সে যুদ্ধ কেমন, কাদের যুদ্ধ?

আবু সাইয়িদ : দু'ধরনের যুদ্ধ হতে পারে- আদর্শিক এবং সরাসরি। জামায়াত দুটোই করছে। তবে তা অঘোষিতভাবে। জামায়াত তাদের আদর্শকে জয়ী করতে চায়। তারা সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতিও নিচ্ছে। আর 'ব্লু প্রিন্ট' হচ্ছে তারা যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বদলে পাকিস্তানের ধারায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনার নকশা করছে সেটার ইঙ্গিত।

২০০০ : আপনার 'ব্রটাল ক্রাইম' বইটি সম্পর্কে বলুন।

আবু সাইয়িদ : এটা আসলে নির্যাতনের দলিল। এ সরকার আসার পর যে হত্যা, খুন, সহিংসতা বেড়েছে তার দিনলিপি।

২০০০ : আপনার বই দুটোর রেফারেন্স কোথা থেকে পেয়েছেন?

আবু সাইয়িদ : মূলত পত্র-পত্রিকায়। প্রতিটি বিষয়ের তথ্য-প্রমাণ রয়েছে আমার কাছে। আমি আমার মনগড়া কোনো তথ্য এখানে দেইনি। ধর্মান্ধ শাসন ব্যবস্থা তখন চালু করা সম্ভব, যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে যায়, অকার্যকর হয়ে পড়ে। জামায়াত সরকারের মধ্যে থেকে এ কাজটিই করছে।

২০০০ : জামায়াতের ভয়ঙ্কর উত্থানে বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা বা ভুলের কারণে জামায়াত এ দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটাও তো সত্য...

আবু সাইয়িদ : আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের ভেতরেই কিছু প্রতিবিপ্লবী শক্তি কাজ করেছে। 'ফ্যাক্স এন্ড ডকুমেন্টস' বইটিতে আমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে- রশিদ, ফারুক, ডালিম এরা কেউ মুক্তিযোদ্ধা না। কারণ তারা এসেছিল ২৩ নবেম্বরের পরে। সরকারি সার্কুলেশন ছিল, ২৩ নবেম্বরের পরে যারা আসবে তারা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত হয়ে পরবর্তীতে তারা প্রতিবিপ্লব ঘটিয়েছে। এই প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য যে শক্তি প্রয়োগের দরকার ছিল বঙ্গবন্ধুর উদারতা এবং তৎকালীন দেশের বাস্তব অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা করা হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার কারণে, দীর্ঘসূত্রতার কারণে, আমাদের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কারণে ব্যর্থতার দায়ভার আমাদের ওপরও আসা স্বাভাবিক।

২০০০ : '৭৫-এর পট-পরিবর্তনের পর আপনারা আরো একবার ক্ষমতায় এসেছেন। তখনো তো বিচার করতে পারেননি...

আবু সাইয়িদ : ২১ বছর পর আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে কি করে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা ছিল আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতাবিরোধী জঙ্গিবাদী মৌলবাদী চক্র যে এতো সংগঠিত এবং শক্তিশালী হচ্ছে এটা বুঝতে পারি নির্বাচনের পর। আমাদের এখনো সময় আছে বিশেষ আইন প্রণয়ন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার। তা না হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বাংলাদেশ।

২০০০ : আপনি কি বিশ্বাস করেন, আওয়ামী লীগ আগামীতে ক্ষমতায় গেলে কাজটি করতে পারবে?

আবু সাইয়িদ : আমি তো মনে করি আওয়ামী লীগের এই কাজটা অবশ্যই করতে হবে।

২০০০ : অতীতেও আপনারা জামায়াতকে নিয়ে আন্দোলন করেছেন। ভবিষ্যতে যদি ক্ষমতার প্রশ্নে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করতে হয়, আপনারা হয়তো করবেন...

আবু সাইয়িদ : এখানে আমি একটু বলে রাখি, গোলাম আযম নিজেই বলেছেন ভবিষ্যতে এ দেশে মুখোমুখি হবে দুটো দল- আওয়ামী লীগ এবং জামায়াত। মধ্যবর্তী কোনো দল থাকবে না। আমাদের আর ছাড় দেয়ার কোনো অবকাশ নেই। আমরা যদি তাদের ছাড় দেই তাহলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিশ্চিহ্ন হবে। সেই সঙ্গে আমাদেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

২০০০ : রাজনৈতিকভাবে '৯১-এর নির্বাচনে জামায়াতের উত্থান চোখে পড়ার মতো। কিন্তু শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সফল আন্দোলনের কারণে জামায়াত এ দেশ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে, যার কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব আপনারা '৯৬-এর নির্বাচনে পেয়েছেন। শুরুর দিকে আপনাদের অনেক সাফল্যের বিষয়ও ছিল। যেমন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীতে আপনাদের বিভিন্ন গডফাদার দাঁড়িয়ে যাওয়া, সন্ত্রাস এসব রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণেই কিন্তু জামায়াত সুযোগ পেয়ে যায়। আপনি কী আমার সঙ্গে একমত?

আবু সাইয়িদ : পুরোপুরি একমত না। রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা বলবো না, দুর্বলতা বলবো। যেহেতু আমাদের ক্যাডারভিত্তিক দল নয়, ফলে মানবিক একটা বিষয় এখানে থেকে যায়। আওয়ামী লীগ রেডিকেল পার্টি না ট্রেডিশনাল পার্টি। ফলে ট্রেডিশনাল পার্টির কিছু দুর্বলতা থেকেই যায়। যেমন ধরুন, আপনি আমার এক নেতার আত্মীয়। সে নেতার অনুরোধে আমার কাছ থেকে একটা কাজ করিয়ে নিয়ে গেছেন। এসব কারণে আওয়ামী লীগের দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধটাই দুর্বলতা হিসেবে কাজ করে এবং মানুষ এর সুযোগও নেয়।

২০০০ : বইয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনার বই নিয়ে যাওয়ার পরে সরকার কী ব্যাখ্যা দিয়েছে?

আবু সাইয়িদ : আমাকে কিছুই বলা হয়নি। কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অ্যাক্টের ভিত্তিতে বলা হয়েছে আমি নাকি অনুমতি নেইনি। সংবাদপত্র বের করলে অনুমতি লাগে। বই লিখতে হলে অনুমতি নিতে হবে এটা প্রথম শুনলাম। আমি এটাকে সহজভাবে নেব না।

২০০০ : আপনি কী পদক্ষেপ নেবেন?

আবু সাইয়িদ : অবশ্যই আইনি সহায়তার আশ্রয় নেব। আমার প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। একজন এসে বলল, আপনার বই জব্দ করা হয়েছে আর হয়ে গেল? এটা তো কোনো আইনসিদ্ধ বিষয় হলো না। সংবিধানের ৩৯ ধারায় বাকস্বাধীনতা, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যদি কিছু করা হয় তাহলে আমি অবশ্যই লড়াই করবো। কেননা, আমি নিজেও সংবিধান প্রণেতাদের একজন।

২০০০ : আপনার বই জব্দ হওয়ায় দলের প্রতিক্রিয়া কী?

আবু সাইয়িদ : আমি আওয়ামী লীগের নেতা এটা যেমন আমার পরিচয়, তেমনি আমি একজন লেখক, এটাও আমার আরেক পরিচয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছি, আমার লেখক সত্তা নিশ্চয়ই রাজনীতি করার কারণে মুছে যেতে পারে না। আমার 'ফ্যাক্স এন্ড ডকুমেন্টস'-এ আমি আমার দলের অনেকের প্রতি খোলামেলা মন্তব্য করেছি। আমি যখন লিখি তখন আমি শুধুই একজন লেখক, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ একজন মানুষ।

ছবি: **সালাহউদ্দিন টিটু**